যুগান্তর

তারিখ ··· 18 OCT 2016 ···
পৃষ্ঠা ··· 6 ··· কলাম ··· 3 ····

ভর্তি ফি'র বিশাল অংশ ভোগ করেন শিক্ষকরা

— ড. জাফর ইকবাল

শাবি প্রতিনিধি

ভর্তি পরীক্ষার ফি'র একটা বিশাল অংশ শিক্ষকরা ভোগ করেন। বিষয়টা শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, দেশের প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা। এ চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শিক্ষকদের মধ্যে নৈতিকতা আনা সবচেয়ে জরুরি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং শাবি শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল সোমবার সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ভর্তি ফরমের একটি বিশাল অংশ শিক্ষকদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হবে। এটা আসলে ভর্তি পরীক্ষার খরচ না, ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষকদের এক ধরনের সম্মানী বা উপার্জন। ভর্তি আবেদন ফি কমানোর দাবিতে শাবির সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে যৌক্তিক মনে করেন তিনি। সাংবাদিকদের তিনি জানান, আমি এ আন্দোলনের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। আমি জানি না তাদের এ আন্দোলন সফল হবে কিনা। কিন্তু আমি তাদের অভিনন্দন জানাই এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণে। শুধু শাবি নয়, দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসলে এ ধরনের অনিয়ম অনেকাংশেই কমানো সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। ড. জাফর ইকবাল বলেন, আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছি এটা জানার জন্য যে, তারা কিভাবে টাকা খরচ করেন। কিন্তু উত্তর পাইনি। তিনি এ সময় সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন খোঁজ নিতে। এতেই পুরো সত্য বের হয়ে আসবে। একজন ভর্তি পরীক্ষার্থীর সমস্যা খুব কম শিক্ষকই বুঝেন। একজন শিক্ষার্থীর দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার অধিকার আছে বলে মনে করেন ড. জাফর ইকবাল। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একই তারিখ ও উচ্চমূল্যের আবেদন ফি'র কারণে শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ছয়-সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারছে। এজন্য সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়ার কোনো বিকল্প নেই। তবে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে না শিক্ষকদের বাৎসরিক একটা উপার্জন কমে যাবে ভেবেই। অন্য কোনো কারণ নেই।